সমকাল

তারিখ 19 OCT 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত না মেনেই চলছে শিক্ষক নিয়োগ

■ সৌভাগ্য বড়ুয়া, *চবি*

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রায় দুই বছর পরও তা কার্যকর হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় পাস হওয়া এ সিদ্ধান্ত না মেনেই বিভিন্ন বিভাগে একের পর এক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে শিক্ষক।

সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে পাস হওয়া সিন্ডিকেটের এ সিদ্ধান্ত আদৌ কার্যকর হবে কি-না তা নিয়ে এখন সংশয় দেখা দিয়েছে সিন্ডিকেট সদস্যদের মধ্যে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ২০১৫ সালের ৬ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০০তম সিন্ডিকেট সভায় শিক্ষক নিয়োগে লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার বিধান সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হতে আগ্রহীদের একাডেমিক ফলের পাশাপাশি অংশ নিতে হবে ১০০ নম্বরের একটি পরীক্ষায়। যার মধ্যে রয়েছে ৫০ নম্বরের লিখিত, ২৫ নম্বরের মৌখিক এবং ২৫ নম্বরের ক্লাস প্রেজেন্টেশন পরীক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বলা হয়েছিল, ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে নতুন এ নিয়মে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। কিন্তু দেখা গেছে, গত দুই বছরে বিভিন্ন বিভাগের মোট ২০ জন শিক্ষক নিয়োগে এ নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি একেবারেই। শুধু মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমেই দেওয়া হয়েছে নিয়োগ।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. কামরুল হুদা সমকালকে বলেন, 'সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তটি অধিকতর পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমানকে প্রধান করে শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ধরন কী হবে, কারা এ পরীক্ষা নেবে, মৌখিক পরীক্ষার ধরন কী হবে– এ রকম বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনার জন্য এ কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।'

কমিটির প্রধান ড. মো. মাহবুবর রহমান বলেন, 'শিক্ষক নিয়োগে লিখিত ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৩

সিন্ডিকেটের

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

পরীক্ষার বিষয়টি নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম। তবে এর মধ্যে ইউজিসি থেকে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অভিন্ন নীতিমালা দেওয়ার কথা বলে। সেই নীতিমালা হাতে পেলে বাকি কাজ শেষ করতে পারব আমরা।'

অভিন্ন নীতিমালার বিষয়ে ইউজিসিতে যোগাযোগ করা হলে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, 'এ বছরের ২৫ এপ্রিল ইউজিসির ১৪৬তম পূর্ণাঙ্গ সভায় অভিন্ন নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই তা সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েও দেওয়া হয়েছে। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজ নিজ প্রক্রিয়ায় এটি বাস্তবায়ন করবে।'

এদিকে সিন্ডিকেট সভায় পাস হওয়ার পর প্রায় দুই বছর পার হলেও এখনও সিদ্ধান্তটি আলোর মুখ না দেখায় সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন সিন্ডিকেটের সদস্যরা। সিন্ডিকেট সদস্য ও ফিন্যান্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ সমকালকে বলেন, 'সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এ নিয়মকে সাধুবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু দুই বছর পার হলেও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না হওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক।'